সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
NATIONAL ACADEMY FOR PRIMARY EDUCATION MYMENSINGH
শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা জুলাই ২০২৩

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'য় এ কার্যক্রমসমূহের প্রতিফলন ঘটে।

প্রতিবছর 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ, স্মার্ট বাংলাদেশ ও প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৩, জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩, জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ও কাবিং প্রতিযোগিতা ২০২৩ এবং আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ থাকছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৩ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৩

এস.এম. মাহবুবুল আলম
গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

করোনাকালে ২ বছর বন্ধ থাকার পর গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠান হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন (এমপি) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দীক্ষা'। শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশব্যাপী ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, শিক্ষা মেলাসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে। ঢাকার জাতীয় অনুষ্ঠানে ২০১৯ ও ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণ করা হয়। ২০১৯ সালে ২১ ক্যাটাগরিতে ২১ জন এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিজয়ী ৯০ শিশুসহ ১১১ জন এবং ২০২২ সালে ২১ ক্যাটাগরিতে ২১ জন এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৮৪ শিশুসহ ১০৫ জন। এছাড়া ২০২২ সালে ২১ ক্যাটাগরিতে ৪২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সনদ দেওয়া হয়। পদক প্রাপ্তগণ ২০১৩-এর পদক নীতিমালা অনুযায়ী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিশুরা যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা, ১৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকাসহ একটি সার্টিফিকেট ও একটি ক্রেস্ট পেয়েছেন। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে বিজয়ীরা ২৫ হাজার টাকা, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট পেয়েছেন। শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত বলেন, 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী দিনের সুনাগরিক গড়ে তুলতে শিশুদের শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় কাজ করে যাচ্ছে।' প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেন, 'সরকার সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক নিয়োগ, অনলাইনে বদলি, শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে ২ বছরে উন্নীতকরণ, নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বৃত্তি প্রদানসহ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে।' প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'আমাদের দীক্ষা, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

এবছরের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, **১. শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক** (প্রাথমিক বিদ্যালয়)- মোঃ শাহ আলম, প্রধান শিক্ষক, নামাকাতলাসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। **২. শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা** (প্রাথমিক বিদ্যালয়)- মোছাঃ সুফিয়া বেগম, প্রধান শিক্ষিকা, কল্যাণী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পীরগাছা, রংপুর। **৩. শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা** অফিসার-মোঃ তৌহিদুর রহমান, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মাগুরা সদর, মাগুরা। **৪. শ্রেষ্ঠ কর্মচারী** (প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী)- মোঃ শরিফুল ইসলাম পাটোয়ারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপজেলা শিক্ষা অফিস, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। **৫. শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক**- শাহ্নাজ পারভীন, সহকারী শিক্ষক, উপজেলা সদর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেরপুর, বগুড়া। **৬. শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক** (প্রাথমিক বিদ্যালয়)- মোঃ শাফিউল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, চকএনায়েত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নওগাঁ সদর, নওগাঁ। **৭. শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষিকা** (প্রাথমিক বিদ্যালয়)- ফারজানা ইয়াসমিন, সহকারী শিক্ষক, রংগারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, সুনামগঞ্জ। **৮. শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর**- মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), সাগরদী পিটিআই, বরিশাল। **৯. শ্রেষ্ঠ সহকারী ইউআরসি** ইন্সট্রাক্টর- ফারজানা ববী, সহকারী ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, গাজীপুর। **১০. শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়**- চরভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও। **১১. শ্রেষ্ঠ পিটিআই**- প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই), চাঁপাইনবাবগঞ্জ। **১২. শ্রেষ্ঠ এসএমসি**-সভাপতি, জনাব মোহাম্মদ অহীদ সিরাজ চৌধুরী স্বপন, করইয়ানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। **১৩. শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী**- মাসুদ মাহমুদ, সদস্য, মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি, খুলনা। **১৪. শ্রেষ্ঠ ঝরেপড়ার হার** উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হয়েছে এ ধরনের বিদ্যালয়- দিলরুবা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুঠিয়া, রাজশাহী। **১৫. শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা অফিসার**- ছিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ। **১৬. শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর**- জগজ্জীবন বিশ্বাস, ইন্সট্রাক্টর, টিআরসি, খুলনা সদর, খুলনা। **১৭. শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট**- মোঃ কামরুজ্জামান, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, ঢাকা। **১৮. শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক**- মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা। **১৯. শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান**- মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আলী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, দাউদকান্দি, কুমিল্লা। **২০. শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার**- সাদিয়া ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নড়াইল সদর, নড়াইল। **২১. শ্রেষ্ঠ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার**- মোঃ আবদুল আজিজ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

তিথিবালা, সহকারী শিক্ষক, ১৩৮ নম্বর মানিকদাহ কাচারীপাড়া স.প্রা.বি.
সদর, গোপালগঞ্জ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো- আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক. সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো। একটি শিশুকে একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষ সাধনের সূচনালগ্ন হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশুর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ভীতি দূরীকরণের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। বাংলাপিডিয়ার তথ্য থেকে জানা যায়, 'স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং ছোট শিশুদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কুদরাত-এ-খুদা (১৯৭৪) এবং মফিজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৮)-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশে এর প্রচলনের জোর সুপারিশ করেছে।' দেশে প্রথম ২০১০ সালে স্বল্পপরিসরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। এরপর ২০১৪ সালে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। বর্তমান সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-এর ১ জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার বিদ্যালয়ে এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষককে ১৫ দিনের এককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তিনি শ্রেণি কার্যক্রমকে শতভাগ ফলপ্রসূ করতে পারেন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রম অন্যান্য শ্রেণির মতো নয়। শিশুকে কেবল তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে পরিচিত করবার বিষয়াবলিই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রমের বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

১. দৈহিক বিকাশের উপযোগী কার্যাবলি: শিশুর দৈহিক বিকাশের যথাযথ উপায় হিসেবে খেলাধুলা, ব্যায়াম, নাচ, গান প্রভৃতিকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যাবলি: শিশুকে স্বাস্থ্যসচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার শরীর এবং পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, যথাস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যাবলি: ছোটবেলা থেকেই শিশুর চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে তাকে সচেতন করে তোলার জন্য এ বিষয়টি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশে সহায়ক কার্যাবলি: শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে এ পর্যায়ের পাঠক্রমে ইচ্ছেখুশি ছবি আঁকা, ছবি রং করা, মাটি-পাতা-কাঠি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কার্যাবলি: শিশুকে প্রাকৃতিক উপাদান ও ঘটনাবলির সাথে পরিচয় করানো, শিশুর মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম জাগ্রত করা, শিশুর সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি বিষয় উন্নয়নের জন্য প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কার্যাবলি এ শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.ভাষাবোধ গঠনমূলক কার্যাবলি: ভাষাশিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে শিশুকে বর্ণ পরিচয়, বর্ণ পড়া, লেখা, গল্প শোনা ও বলা, অভিনয় করা প্রভৃতি শেখানো হয়।

৭. শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলি: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে শিশুকে গণিতের ধারণা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যার সাথে পরিচয় করানো, মুখে মুখে গুণতে শেখানো, চোখে দেখে বেশি-কম নির্ণয় করা বিষয়গুলো পাঠক্রমে রাখা হয়েছে।

৮. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলি: শিশুকে সামাজিকীকরণের জন্য একসাথে খেলাধুলা করা, টিফিন করা বিষয়গুলো পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির বইটিও অত্যন্ত শিশুবান্ধব। বইয়ের শুরুর দিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রয়েছে। রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতীয় সঙ্গীত। এর মাধ্যমে শিশু তার নিজস্ব জাতিসত্তার সাথে পরিচিত হতে পারবে। বইয়ে শিশুর ছবির জন্য একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। শিশু তার নিজের ছবি সংযুক্ত করার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের জগতে প্রবেশ করবে। চারু ও কারু অংশে রয়েছে ছবি রং করা, পাতা ও কাঠি দিয়ে পাখি-ফুল ইত্যাদি তৈরি করা যা শিশুর সৃজনশীল মেধার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এরপরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় রঙিন ছবি যার মাধ্যমে বিভিন্ন গল্পকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু এসব ছবি দেখে তার নিজের মতো করে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং বলার দক্ষতাও বাড়বে। খেলার ছলে শিশুকে মিল-অমিল শেখানোর চমৎকার কয়েকটি পাঠ রয়েছে। এসব পাঠ চিত্তাকর্ষক ছবির মাধ্যমে শিশু-উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণমালা শেখানোর ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের বিপরীতে দুটো করে ছবি সংবলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট বর্ণটি লাল রঙ করা হয়েছে। এরফলে নির্দিষ্ট বর্ণটির প্রতি শিশুর দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের দুইটি মজার ছড়া আছে এই বইটিতে যার মাধ্যমে শিশু মজার ছলে বর্ণমালা শিখতে পারবে। বর্ণের সাথে শব্দের মিলকরণ, ফাঁকা ঘরে সঠিক বর্ণ বসানো, শব্দ তৈরি ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে শিশুর ভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বইটিতে ষড়ঋতু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে ছবির মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য সংখ্যার সাথে মিল রেখে বিভিন্ন রঙিন ও আকর্ষণীয় ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। মজার একটি ছড়ার মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডট পূরণ, মিলকরণ, ফাঁকা ঘর পূরণের মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে যার ফলে শিশু নিজের অবচেতন মনে সংখ্যা চিনে ফেলবে। ডট মেলানোর মাধ্যমে যোগ এবং ডট বাদ দেওয়ার মাধ্যমে যোগ-বিয়োগের ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটির একেবারে শেষে সরল যোগ ও বিয়োগ অঙ্ক রয়েছে কিছু। এর ফলে শিশু যোগ ও বিয়োগ অঙ্কের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই স্তরটি শিশুর ভিত গঠনের সময়। এ সময়ে সঠিক পরিচর্যা পেলে ভবিষ্যতে সে স্মার্ট বাংলাদেশের একজন স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে সোনার বাংলার রূপকার, উন্নত জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা এদেশের শিশুরা সোনায় ভরিয়ে তুলবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

মোছাঃ ইসমত আরা, সহকারী শিক্ষক, রায়গঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ করতে হলে সবার আগে শিশুদের উন্নত চিন্তা জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। স্মার্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শিশুর সহজাত সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান এখন সময়ের দাবি। স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্নের অগ্রযাত্রায় প্রথম সারির নিয়ামক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাই তাদের তথ্যপ্রযুক্তি তথা মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষাদান অতীব জরুরি।

প্রাথমিকে মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদান: শিক্ষা হলো সমগ্র জীবনব্যাপী এক কল্যাণকর প্রক্রিয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আরও সহজ, সাবলীল এবং শিক্ষার্থীবান্ধব করেছে। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। ইন্টারনেট সার্চ করে বিভিন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ দিয়ে বিষয় ও শ্রেণি উপযোগী কন্টেন্ট তৈরি করে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ, মডেম, স্পিকার এবং প্রোজেক্টরসহ মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শ্রেণিকক্ষে যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়সমূহ থেকে পর্যায়ক্রমে অন্তত দুজন শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ দিয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাণে দক্ষ করে তোলা হয়েছে।

লেকচার মেথড এবং মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ: এক সময় শ্রেণি পাঠদান ছিল লেকচার মেথডভিত্তিক। শুধুই চার্ট, মডেল, পোস্টার, ছবি ও হাতে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হত। আজকের দিনে শিক্ষকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করছেন। পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এর কন্টেন্টসমূহ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলকভাবে উপস্থাপন করা যায়। তাছাড়া বর্তমান সরকার তথ্য ও প্রযুক্তি সেক্টরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে যার সুফল পাচ্ছে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতিমালা ২০০৯, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এ তথ্য প্রযুক্তিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক পাঠদান শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রমে এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছে।

রিচ মিডিয়া: রিচ মিডিয়া বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মিডিয়া ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়ার আরেক নাম। ২০১৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ের শাপলা হলে এক উৎসবমুখর আয়োজনে ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কন্টেন্ট এর শুভ উদ্বোধন করেন। এটি প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটালাইজেশনের অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক (১৭টি বইয়ের) ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট তৈরি করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এসব কন্টেন্ট শ্রেণি পাঠদানে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া মুক্তপাঠের মাধ্যমে শিক্ষকগণ কন্টেন্ট তৈরির কৌশল শিখার সুযোগ পেয়েছেন এবং এখনো পেয়ে থাকেন। শিক্ষকগণ শিক্ষক বাতায়ন নামের অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহার উপযোগী কন্টেন্ট আপলোড এবং ডাউনলোড করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রাথমিকে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সুফল : জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা ০৪-এ টেকসই, গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। গুরুত্ব বিবেচনায় তাই প্রাথমিকে প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকগণ চাইল্ড সাইকোলজি বিবেচনায় নিয়ে কন্টেন্ট-এর কালার, প্রোগ্রামিং, এ্যানিমেশন, অডিও এবং ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করে কন্টেন্ট তৈরি করে থাকেন যা শিশুদের কাছে পাঠ্য বিষয় সহজ, বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে অধিকতর মনোযোগী হয়। আমরা জানি, শিশুমন সর্বদাই চাকচিক্য প্রিয় এবং কৌতূহলী। চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী শিক্ষার্থীরা মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার কারণে আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণ করে থাকে। ফলে কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জিত হয় এবং শিখনফল স্থায়ী হয়। কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে পরিণত করা যায়। এর ফলে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে করণীয়:

শিক্ষকের করণীয়-

- শিখন-শেখানোকে অধিকতর ফলপসূ করতে পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল বিবেচনায় নিয়ে মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহার উপযোগী কন্টেন্ট তৈরি করা।
- পাঠের শিখনফল শিক্ষার্থীদের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের অবতারণা করা।
- সহজভাবে পাঠ উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করা। কন্টেন্ট আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য করতে পাঠের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, অডিও ও ভিডিওসহ এ্যানিমেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
- কন্টেন্টের ফন্ট সাইজ এবং কালার কম্বিনেশন শ্রেণি শিক্ষার্থী বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা।

বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা:

মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন,

- স্থায়ী ক্লাসরুম না থাকলে প্রোজেক্টর, ল্যাপ্টপ ও স্ক্রিন ফিট করতে পাঠের বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে যায়।
- অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে শিখনফল নির্ধারণ না করে ছবি বা ভিডিও পিপিটি স্লাইডে দেখিয়ে পাঠ উপস্থাপন করলে শিখনফল অর্জত হয় না।
- কন্টেন্ট তৈরির সময় মাত্রাতিরিক্ত ছবি দেখিয়ে, মাত্রাতিরিক্ত এ্যানিমেশন যোগ করলে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায় না।
- শিক্ষকদের সর্বদা মনে রাখা উচিত মাল্টিমিডিয়া একটি উপকরণ মাত্র, এটি কোনোভাবেই পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প না।

নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার:

- নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তকের কন্টেন্টসমূহ আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছবি, চার্ট ডায়াগ্রাম, অডিও এবং ভিডিওসহ মাল্টিমিডিয়া উপকরণসমূহ সংযোজন করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।

মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শেখার পরিবেশে নতুনত্ব আসে বলে শিশুরা শিখতে অধিক আগ্রহী হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মার্ট বাংলাদেশের একজন স্মার্ট নাগরিক হিসেবে উপহার দিতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পঠন ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য
Training of Master Trainers in English (TMTE)

মুনিরা ইসলাম, শিক্ষা অফিসার
প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় এবং অর্থায়নে শিক্ষকগণের ধারাবহিক পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে Development Project Proforma (DPP)'র সাবকম্পোনেন্ট ১.৫ এর নির্ধারিত কার্যক্রম Continuous Professional Development (CPD) বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকগণের পাঠদান দক্ষতার উন্নয়ন ও গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে Systematic English Teaching for Primary Teachers-এর আওতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর মাধ্যমে ১৭২৬ জন শিক্ষকের TMTE (Training for Master Trainers in English) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ০৫ কোহর্টে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকরণে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সার্ভিস ক্রয়মূল্য ৪৬ কোটি টাকা ব্যতীত পিটিআইসমূহের অনুকূলে প্রায় ২৮ কোটি টাকা অর্থছাড় করা হয়েছে। TMTE প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইংরেজি বিষয়ভিত্তিক মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা TMTE কৌশল ব্যবহার করে, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)-তে ইতোমধ্যে ১১৯৫ ব্যাচে ৩৫৮৫০জন শিক্ষককে ইংরেজি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপি এবং আরডিপপি মোতাবেক এই সকল মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা আগামী অর্থবছরে আরও ৯৫ হাজার শিক্ষককে TMTE কৌশল ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্য রয়েছে।

TMTE-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

০৫ ডিসেম্বর ২০১৯-এ ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে TMTE সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩১/০১/২০২১ তারিখ ঢাকা ও জয়দেবপুর পিটিআই-এ ২ ব্যাচ করে ৪ ব্যাচে মোট ৮৮ জন শিক্ষক TMTE কোহর্ট-১ শুরু করেন এবং বিগত ২৪ জুলাই ২০২১ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন।

২৪/১০/২০২১ তারিখে ঢাকা, জয়দেবপুর, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, বরিশাল ও যশোর এই ৬টি পিটিআই-এ কোহর্ট-২ শুরু হয়ে ২৭/০১/২০২২ তারিখ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও যশোর এই ৪টি পিটিআই-এ ২ ব্যাচ করে (২২ x ৮ = ১৭৬ জন) এবং জয়দেবপুর ও শেরপুর এই দু'টি পিটিআই-এ ১ ব্যাচ করে (২২ x ২=৪৪ জন) মোট ২২০ জন শিক্ষক TMTE গ্রহণ সম্পন্ন করেছেন। ঢাকা, জয়দেবপুর, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর ও মৌলভীবাজার-এই ১০টি পিটিআই-এ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে TMTE কোহর্ট-৩ শুরু হয়। এই ১০টি পিটিআই-এ ২২ জনের ২০টি ব্যাচে মোট ৪৪০ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

৫ জুন, ২০২২ হতে কোহর্ট-৪ শুরু হয়েছে। ঢাকা, জয়দেবপুর, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, যশোর, মৌলভীবাজার-এই ১০টি পিটিআই-এ ২০টি ব্যাচে (২২জন x ২০) ৪৪০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণ নীতিমালা ভঙ্গ করায় তিনজন প্রশিক্ষণার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। একজন প্রশিক্ষণার্থী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ কোহর্ট-৪ এ ৪৩৬জন শিক্ষক TMTE সম্পন্ন করেছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে ঢাকা, জয়দেবপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং জয়পুরহাট পিটিআইসমূহের প্রতিটিতে ২ ব্যাচ করে এবং দিনাজপুর ও রংপুর পিটিআইসমূহে একটি করে মোট ২২ ব্যাচে ৫৪৩ জনের TMTE কোহর্ট-৫ সম্পন্ন হয়েছে। কোহর্ট-৫ শেষে ৮০ ব্যাচে মোট ১৭২৬জন শিক্ষক TMTE সম্পন্ন করেছেন যাঁরা ইতোমধ্যে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষক-এর দায়িত্ব পালন করছেন।

কিম'স গেম (Kim's Game)

মোঃ রাশেদ আলী, সহকারী শিক্ষক
১৭নং ভেলারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, ঠাকুরগাঁও

সারা বিশ্বে কিম'স শিক্ষা গেমটি ভাষা গেম হিসেবে খুবই পরিচিত। গেমটি একজন শিক্ষার্থীর বিশদ পর্যবেক্ষণ ও মনে রাখার ক্ষমতা বিকাশ করে। শিক্ষার্থীর শিখন ও সংরক্ষণের উপর এটি যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এটি স্মৃতিশক্তি এবং পর্যবেক্ষণ দক্ষতার বিকাশকে উৎসাহিত করে। ১৯০১ সালে রুডইয়ার্ড কিপলিং এর "কিম" নামক উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে নায়ক গুপ্তচর হিসেবে প্রশিক্ষণের সময় গেমটি খেলেন।

খেলার কৌশল: এই গেমটি খেলতে সাধারণত Groups, Pairs বা Whole Class এ গেমটি খেলা যায়। গেমটি খেলতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কার্ড , পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড শো বা বোর্ডে লিখে গেমটি খেলতে পারেন। শিক্ষক তার পাঠে শেখানো কোনো শব্দ/বর্ণ/ছবি ঢেকে দিয়ে বা বোর্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চান।

প্রয়োগ প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক খেলার শুরুতে শিক্ষার্থীদের পাঠ চলাকালীন সময়ে শেখানো কিছু শব্দ/বর্ণ বোর্ডে এলোমেলোভাবে লিখে নিতে পারে না অথবা পোস্টার কিংবা কার্ডে লেখা শব্দ বা ছবিগুলো এলোমেলোভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদেরকে ছবি, শব্দ বা বর্ণগুলো সতর্কতার সাথে দেখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদেরকে চোখ বন্ধ করতে বলবেন। (সকল শিক্ষার্থী চোখ বন্ধ রাখবে)
- একটি ছবি বা শব্দ কিংবা বর্ণ (শিক্ষক তার পরিকল্পনা অনুযায়ী) সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবে অথবা ঢেকে ফেলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদেরকে চোখ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শির্ক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবে এখান থেকে কোন শব্দ, বর্ণ বা ছবিটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা ঢেকে দেওয়া হয়েছে?
- যে সবার আগে উত্তর দিতে পারবে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।
- এভাবে খেলাটি কয়েকবার পরিচালনা করবেন।

পাঠে কখন পরিচালনা করবেন:

- শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় পাঠপরিকল্পনার অনুশীলন/Practices এবং Task/মূল্যায়ন অংশে খেলাটি চর্চা করতে পারবেন।

Exploring Factors Influencing the Students' Performance in the Government Primary School and Kindergarten

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের মূল হাতিয়ার হলো তার গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতা অর্জন। তৃতীয় শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অন্যতম দিক হলো শিক্ষার্থীর গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতা। শিক্ষার্থীর এই গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে কিন্ডারগার্টেন এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি কি প্রভাবক কাজ করে, তা অনুসন্ধান করার জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য-

১। শিক্ষার্থীদের গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতা যাচাই।

২। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার প্রভাবক শনাক্ত করা।

এই গবেষণাটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত মিক্সড পদ্ধতির গবেষণা।

গবেষণার ফলাফল

শিক্ষার্থীদের গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতা যাচাই-এর জন্য কৃতিত্ব অভীক্ষা নেওয়া হয়। কৃতিত্ব অভীক্ষায় ভাষাগত দক্ষতা যাচাই-এ মোট নম্বর ২৫ এবং গাণিতিক দক্ষতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মোট নম্বর ছিল ২০। কৃতিত্ব অভীক্ষায় বিদ্যালয়ভিত্তিক ফলাফলে গাণিতিক দক্ষতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবোর্চ্চ গড় নম্বর ১৭.৪ এবং সর্বনিম্ন গড় নম্বর ২.৭। একই অভীক্ষায় ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবোর্চ্চ গড় নম্বর ২২.২ এবং সর্বনিম্ন গড় নম্বর ৫.১। কৃতিত্ব অভীক্ষায় বিদ্যালয়ভিত্তিক গড় ফলাফলে গাণিতিক দক্ষতায় কিন্ডারগার্টেন-এ সবোর্চ্চ গড় নম্বর ১৮.২ এবং সর্বনিম্ন গড় নম্বর ৩.৭। একই অভীক্ষায় ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন-এ সবোর্চ্চ গড় নম্বর ২২.৪ এবং সর্বনিম্ন গড় নম্বর ৯.২।

শিক্ষার্থীদের ভালো পারদর্শিতার ক্ষেত্রে প্রভাবকগুলো হলো-

ক. বিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রভাবক: প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব, শিক্ষার্থীর ডায়রি, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি।

খ. শিখন-শেখানো সম্পর্কিত প্রভাবক: শেখন-শেখানো কৌশল, শিক্ষকের প্রস্তুতি, শিক্ষকের স্পষ্ট নির্দেশনা, প্রেষণা, ফলাবর্তন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা।

গ. বিদ্যালয় কার্যক্রমের বাহিরে সহায়তা সম্পর্কিত প্রভাবক: পিতা-মাতার সহায়তা, খাদ্য সহায়তা, শিক্ষকের বাড়তি পাঠদান সহায়তা, কোচিং বা গৃহশিক্ষকের সহায়তা।

ঘ. কমিউনিটি সম্পর্কিত প্রভাবক: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ।

সুপারিশ

- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার।
- প্রধান শিক্ষকের সক্রিয় একাডেমিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- শ্রেণি পাঠদানে বিষয় অনুযায়ী পাঠদান কৌশল নির্ধারণ করা দরকার।
- শিক্ষা উপকরণ এবং পাঠদান কার্যক্রম বিষয়ক শিক্ষকের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- পাঠদান কার্যক্রমে শিক্ষকের নির্দেশনা সুস্পষ্ট এবং শ্রবণযোগ্য করা দরকার।
- মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে ফলাবর্তন নিশ্চিত করা দরকার।
- শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মাঝে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করা দরকার।
- পাঠদানকালে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- মনিটরিং এবং মেন্টরিং কার্যক্রম সক্রিয় করা দরকার।
- কিন্ডারগার্টেনসমূহের শিক্ষকগণের জন্য বিষয় এবং শেখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- কিন্ডারগার্টেনসমূহের জন্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা তৈরি করা দরকার।

এসো স্বপ্ন দেখি কর্নার

সাজ্জাত হোসেন, সহকারী শিক্ষক
উত্তর কেওয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সদর, মুন্সিগঞ্জ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করলে সঠিকভাবে বলতে পারে না। তারা বড় হয়ে কোন পেশায় যেতে চায় বলতে পারে না।

উন্নত পেশাজীবীদের কাজ কি বলতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।

তাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে বিদ্যালয়ে একটি 'এসো স্বপ্ন দেখি কর্নার' করেছি যেখানে উন্নত পেশাজীবীদের ছবিসহ কাজের বর্ণনা দেওয়া আছে। ছবিসহ কাজের বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করি।

এটা খুব ব্যয়বহুল কর্নার নয়। কর্নারের জন্য একটি ডিজিটাল ব্যানার করে বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান জায়গায় স্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পড়তে পারবে এবং তারা উন্নত জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

Bangla Reading Fluency : A Way Out to Improve the Situation

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন সাবলীলতার বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা এবং শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন সাবলীলতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকগণ কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে পারেন তা নির্ধারণে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক এক গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পঠন সাবলীলতায় সন্তোষজনক দক্ষতা দেখিয়েছে সে সকল বিদ্যালয়ের পাঠদানের উত্তম চর্চাসমূহ শনাক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন সাবলীলতার বর্তমান অবস্থা এবং সাবলীলতার পেছনে কোন কোন প্রভাবক বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে তা শনাক্ত করা এবং শিক্ষার্থীদের পঠন সাবলীলতা বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

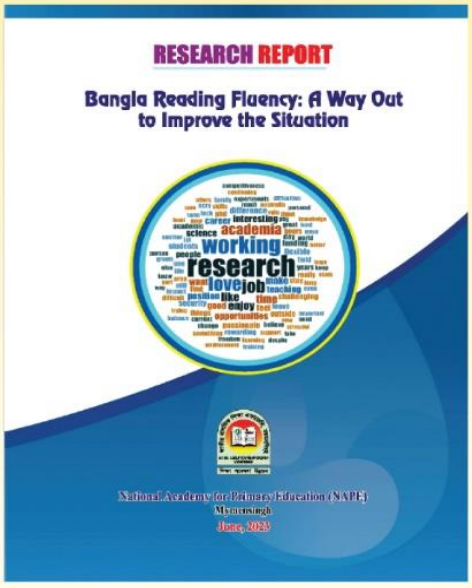

গবেষণা পদ্ধতি

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন সাবলীলতার বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের জন্য সারা দেশের ৮ বিভাগে ৬টি বিশেষ এলাকা (হাওর, চর, মেট্রোপলিটন সিটি, পার্বত্য অঞ্চল, উপকূল এবং গ্রাম) থেকে মাল্টিস্টেজ ক্লাস্টার নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ২৩৮৯জন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রিডিং ফ্লুয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রথম স্তরের ডাটা এনালাইসিস এর পর শিক্ষার্থীদের অর্জনের বিচারে সবচেয়ে উচ্চমানের এবং সবচেয়ে নিম্নমানের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার এবং শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে গবেষকগণ গুণগত তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

ফলাফল

- শতকরা ৭৮ ভাগ শিক্ষার্থী বাংলা পঠন সাবলীলতায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন সিটি এবং পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অর্জন সর্বোচ্চ এবং অন্যদিকে হাওরের শিক্ষার্থীদের অর্জন সর্বনিম্ন।
- পঠন সাবলীলতায় শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক অর্জনের পেছনে কোভিড-১৯ এর প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে।
- অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যত ভালো শিক্ষার্থীদের অর্জনের পরিমাণও তত ভালো পাওয়া গিয়েছে।
- যে সকল শিক্ষার্থীদের বাবা/অভিভাবক শ্রমিক বা মা গৃহিণী তাদের অর্জনের হার নিম্নগামী পাওয়া গিয়েছে।
- যেসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পায় তাদের পঠন সাবলীলতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পাওয়া গিয়েছে।

যাদের বাসায় পঠন সামগ্রী আছে তাদের পঠন সাবলীলতার হার ভালো পাওয়া গিয়েছে।

যে সকল শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউটর বা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বাসায় সহায়তার ব্যবস্থা আছে তাদের পঠন সাবলীলতার অবস্থা অন্যদের তুলনায় ভালো পাওয়া গিয়েছে।

সুপারিশসমূহ

অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই অভিভাবকদের অবস্থা বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের অর্জনের ইতিবাচক উন্নয়ন করার পদ্ধতি ও কৌশল শনাক্ত করা প্রয়োজন।

পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে এই গবেষণায় নির্ধারিত উত্তম চর্চাসমূহের প্রভাব নিরুপণ করা প্রয়োজন।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে বাংলা পঠন সাবলীলতার বেঞ্চমার্ক সেট করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকগণ যেন সব সময় শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন সাবলীলতা টেস্ট করতে পারেন সে জন্য একটি সমৃদ্ধ শ্রেণি উপযোগী পঠন সামগ্রী বা টেক্সট উন্নয়ন করা এবং টেক্সট ব্যাংক করা প্রয়োজন।

ChatterPix Kids অ্যাপ

আশিকুর রহমান
চর লরেন্স মাওলানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
কমলনগর, লক্ষ্মীপুর

চ্যাটারপিক্স কিডস শিশুদের জন্য অ্যানিমেটেড কথা বলার ছবি তৈরি করার জন্য একটি বিনামূল্যের মোবাইল অ্যাপ। শুধু একটি ছবি তুলুন, একটি মুখ করতে একটি লাইন আঁকুন, এবং এটি কথা বলার জন্য আপনার ভয়েস রেকর্ড করুন! অ্যাপটিতে বিভিন্ন স্টিকার, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফিল্টার রয়েছে যা শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিশুরা দ্রুত শিখবে এবং আনন্দে শিখবে।

Assessing Learning Loss in Primary Education : A Comprehensive Study in the Context of COVID-19

A comprehensive analysis of the Learning Loss Study 2022 (LLS-2022) undertaken by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) on behalf of the Ministry of Primary and Mass Education (MoPME) with financial and technical assistance from the European Union in Bangldesh. It examines the learning loss of the primary level student. Utilizing the NCTB's 2019 Curriculum Effectiveness Study as a baseline, the LLS-2022 employed a multi-stage stratfied cluster sampling design covering 240 government primary schools and 18,838 students. Quantitative and qualitative techniques, including diagnostic tests and focus group discussions, were employed for data collection. In the study's findings, learning losses were evident across grades and subjects, while grade 5 students experenced the highest losses. Cognitive domain-wise analysis revealed significant disparities, notably in appliction skills at grade 2 and higher-order skills at grade 5. Learning gaps, ranging from marginal to severe, were identified, particularly in English, mathematics, and Bangladesh and Global Studies at grade 5.

The COVID-19 pandemic has induced severe disruptions across various sectors, with education being one of the most affected. Bangladesh witnessed an unprecedented 18-month-long school closure, impacting the primary education system. Numerous studies, including World Bank estimations, projected substantial global learning losses. This report focuses on Bangladesh's context, emphasizing the learning loss and gaps identified by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) through the LLS 2022.

Purpose of the Study Initiated by the NCTB, the LLS-2022 aimed to assess learning losses among primary-level students (Grades 2-5) due to prolonged school closures. Specific objectives included measuring learning loss, supporting evidence for an action plan, and providing indications for a remedial learning package.

The study employed an integrated quantitative and qualittive approach, utilizing diagnostic tests, surveys, focus group discussions, key informant interviews, and document reviews. Bloom's Taxonomy and Bronfenbrener's Ecologcal Model framed the conceptual framework. The multi-stage stratified cluster sampling design covered 240 schools and 18,838 students.

Main Findings on Learning Loss

Grade and Subject-Wise Learning Loss

• Learning loss was evident across all grades and subjects, with grade 5 students experiencing the highest loss.

• The greatest learning loss was observed in grade 5 Bangladesh and Global Studies (-16.43%) and grade 3 Bangla (-15.23%).

• Grade 2 students showed the least learning loss, with a slight gain in English.

Cognitive Domain-Wise Learning Loss

• Grade 2 students displayed a significant learning gap in the "application" domain.

• Grade 3 students suffered notable losses in Bangla and English's "application" domain.

• Grade 5 students experienced a significant loss in "higher-order" abilities across all subjects.

Learning Gap Analysis

• Grade 2 to grade 5 students exhibited "severe" and "moderate" learning gaps, particularly in Bangla, English, and Mathematics.

• A significant proportion of students faced "severe" learning gaps, hindering their present curriculum competencies.

Learning Status by Demographics

• Girls marginally outperformed boys, revealing small but significant deviations.

• Students from Barishal scored the highest, while Sylhet students scored the lowest.

• Rural students outperformed urban students in grades 2 and 5, with the reverse in grades 3 and 4.

• Plainland areas showed better performance than hilly areas.

• A small percentage had computers/laptops (4.7%) and radios (6.7%), but 38.1% had smartphones.

• Students with device access achieved higher marks, raising concerns about growing educational disparities.

• The majority never participated in TV (70.2%), smart phone (76.5%), and radio (84.2%) classes.

• Students who regularly or sometimes attend remote classes performed significantly better.

Conclusion & Recommendations

The LLS-2022 reveals alarming learning losses, urging immediate interventions. Recommendations include targeted remedial packages, increased access to remote learning, and addressing socio-economic disparities. The findings underscore the need for a comprehensive recovery plan to ensure a resilient primary education system post COVID-19.

Government Initiatives

The Ministry of Primary and Mass Education (MoPME) has promptly established a post-COVID task force to address the learning loss identified in the study. The task force, comprising representatives from key stakeholders, has devised a targeted remedial education action plan and pacage for primary-level students. The European

Union Technical Assistance (TA) team is actively supporing the implementation of this plan, starting with a pilot program in 500 schools across four underperforming upazillas, as per the latest primary school census report. Following the pilot's findings, the remedial education package is antipated to be rolled out nationwide with necessary adjustments.

বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ : পঞ্চপুকুর ও বাঞ্ছারামপুর চ্যাম্পিয়ন

এস.এম. মাহবুবুল আলম
গবেষণা কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২' এবং 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২' এর ফাইনাল খেলা ২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে'র ফাইনালে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইলের নলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মুখোমুখি হয়। ফাইনালে চট্টগ্রাম বিভাগের বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২-১ গোলে ঢাকা বিভাগের নলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে' রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার বিনোদপুর কলেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোকাবেলা করেছে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। ফাইনালে রংপুর বিভাগের পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২-০ গোলে ঢাকা বিভাগের বিনোদপুর কলেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেড'স, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলার জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজমানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার-আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজিত দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজমানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

ফাইনাল শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাহ উদ্দিন।

এ বছর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশের ৬৫ হাজার ৫৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২ লক্ষাধিক ক্ষুদে শিক্ষার্থী এ টুর্নামেন্ট অংশ নেয়। জাতীয় পর্যায়ে দুই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে ৮ বিভাগের ১৬টি দল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২২-এর ফাইনালে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "আগামী দিনে বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলারও বেরিয়ে আসবে এই ধরনের আসর থেকেই।" ২০২২ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত 'সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২'-এর ফুটবল টিমের ৫ জন খেলোয়াড় উঠে এসেছে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজলিাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে'র মাধ্যমে। এটি বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফসল।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২৩ এর চূড়ান্ত ফলাফল

বিষয় : ১০০ মিটার দৌড় (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	মোঃ আকাশ	৪র্থ	হাজারীহাট সপ্রাবি, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১ম
০২	মোঃ আজমত আলি খান	৫ম ও ২৩	শ্রীফলতলী সপ্রাবি, ডাকঃ কালিয়াকৈর, উপজেলাঃ কালিয়াকৈর, জেলাঃ গাজীপুর	২য়
০৩	মোঃ উজ্জল হোসেন	৫ম	আকুবপুর সপ্রাবি, মোহাম্মদপুর,গাংনী, মেহেরপুর	৩য়

বিষয় : ১০০ মিটার দৌড় (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	গুলে জান্নাত অবনী	৫ম	মুকসুদপুর সপ্রাবি, সদর, শেরপুর	১ম
০২	ঐশি দাশ	৫ম	সিরাজসিংহা তরফদারপাড়া সপ্রাবি, সতীঘাট, সদর, যশোর	২য়
০৩	যুথী আক্তার	৫ম	পোস্টকামুরী মডেল সপ্রাবি, মির্জাপুর, টাংগাইল	৩য়

বিষয়: উচ্চলাফ (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	মোঃ আয়নাল হোসেনী	৫ম	ছিট চাপড়া সপ্রাবি, সদর, নীলফামারী	১ম
০২	তানভীর হোসেন	৫ম	পূর্বষট্টি সপ্রাবি, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল	২য়
০৩	আল-সাইমুন ডলার	৫ম	ভাঙ্গগুড়া মডেল সপ্রাবি, ভাঙ্গগুড়া, পাবনা	৩য়

বিষয়: উচ্চলাফ (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	মোছাঃ অঞ্জনা খাতুন	৪র্থ	নৌপাড়া সপ্রাবি, কাজ নৌপাড়া, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ	১ম
০২	চুমকি খাতুন	৩য়	সরিষাপালের ডাঙ্গী সপ্রাবি,পাংশা,রাজবাড়ী	২য়
০৩	আরিফা আক্তার	৪র্থ	শিকারপুর সপ্রাবি, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ	৩য়

বিষয়: দীর্ঘলাফ (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	রাব্বি হোসেনী	৫ম	তাতিয়র সপ্রাবি, ঠাকুরাকোণা, সদর, নেত্রকোণা	১ম
০২	মিঠুন খরাতী	৫ম	৯৪ নং দূর্গাকাঠী সপ্রাবি, নেছারাবাদ, পিরোজপুরী	২য়
০৩	রাকিবুল ইসলাম	৫ম	পূর্ব কোদালপুর সপ্রাবি, পূর্ব কোদালপূর, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর	৩য়

বিষয়: দীর্ঘলাফ (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	মোছাঃ ইফফাত আরা সাদিয়া	৫ম	কিসামত নিজমা সপ্রাবি, পাটগ্রাম লালমনিরহাটহ	১ম
০২	গুলে জান্নাত অবনী	৫ম	মুকসুদপুর সপ্রাবি, সদর,শেরপুরী	২য়
০৩	লামিয়া আক্তার	৫ম	পাচুরিয়া সপ্রাবি, মহাদেবপুর, ঘিউর, মানিকগঞ্জ	৩য়

বিষয়: ক্রিকেট বল নিক্ষেপ (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	পারভেজ	৫ম	দক্ষিণ নবীনগর সপ্রাবি, সদর, শেরপুর	১ম
০২	মোঃ জিহাদ	৪র্থ	মধ্য কালমা সপ্রাবি,ডাওরীহাট লালমোহন,ভোলা	২য়
০৩	এম. এম মোমিনুর ইসলাম প্রিন্স	৫ম	বাঁকা পশ্চিম সপ্রাবি, বাঁকা ভবানীপুর পাইকগাছা, খুলনা	৩য়

বিষয়: ক্রিকেট বল নিক্ষেপ (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	লামিয়া মাহমুদ রিয়া	৪র্থ	চরকুশা বাড়ী সপ্রাবি, ধামাইচহাট, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	১ম
০২	আফসানা	৫ম	বালুয়াকান্দি সপ্রাবি, পাড়াতলী, রায়পুর, নরসিংদী	২য়
০৩	মোছাঃ সুমি আক্তার সুরভী	৫ম	মনমথ সপ্রাবি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা	৩য়

বিষয়: ভারসাম্য দৌড় (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	দীপু ত্রিপুরা	৪র্থ	হাজাছড়া সপ্রাবি, রামপুর, খাগড়াছড়ি	১ম
০২	স্নিগ্ধ	৫ম	দুলাইন আঃ রহমান সপ্রাবি, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা	২য়
০৩	সৈকত সরদার	৩য়	৮৩ নং গুণহার সপ্রাবি, কাশালিয়া, মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ	৩য়

বিষয়: ভারসাম্য দৌড় (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	তায়েবা আক্তার	৫ম	শরীফাবাদ সপ্রাবি, কলমা , লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ	১ম
০২	মোসাঃ খাদিজাতুল কুবরা	৫ম	নলখোলা সপ্রাবি, পবনা, রাজশাহী	২য়
০৩	বিবি আমেনা	১৫	উঃ পূর্ব চরখলিফা সপ্রাবি, দৌলতখান ভোলা	৩য়

বিষয়: অংক দৌড় (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	সৈয়দ শাকিব জামি	৫ম	টাউন মক্তব সপ্রাবি, সদর, রাজবাড়ী	১ম
০২	মোঃ সজিবুল ইসলাম	৫ম	পুলিশ লাইন সপ্রাবি,কুমিল্লা ৩৫০০, আর্দশ সদর, কুমিল্লা	২য়
০৩	মোঃ মাহাদী হাসান	৫ম	কচুয়া বোর্ড সপ্রাবি, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি	৩য়

বিষয়: অংক দৌড় (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	আনিকা তাবাচ্ছুম	৫ম	কাঠালিয়া সপ্রাবি, সুন্দরপুর কোটচাঁদপুর,ঝিনাইদহ	১ম
০২	জেনিফা জান্নাত নাবা	৫ম	আশুতিয়াপাড়া সপ্রাবি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	২য়
০৩	ফারনাজ আলম চৌধুরী	৫ম	রাউজান স্টেশন মডেল সপ্রাবি, রাউজান,রাউজান,চট্টগ্রাম	৩য়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ও কাবিং প্রতিযোগিতা- ২০২৩ এর চূড়ান্ত ফলাফল

বিষয়: কবিতা আবৃত্তি (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব শীর্ষেন্দু চৌধুরী	৩য়	পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, সদর, সুনামগঞ্জ	১ম
০২	জনাব আবরার হামীম	৫ম	কিশলয় মডেল সপ্রাবি, খলিলগঞ্জ, সদর, কুড়িগ্রাম	২য়
০৩	জনাব পৌমিত দত্ত অর্ঘ্য	৫ম	খালিয়া কেশবপুর সপ্রাবি, বাঘারপাড়া, যশোর	৩য়

বিষয়: কবিতা আবৃত্তি (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব শ্রেয়সী সোম শ্রেয়া	শ্রেণি ৫ম	আদর্শ মাতৃ মন্দির সপ্রাবি, বরিশাল সদর, বরিশাল	১ম
০২	জনাব মেহজাবিন মেরাজ নিধি	শ্রেণি ৫ম	গাইটাল আঃ ওয়াহেদ জনতা সপ্রাবি সদর সুনামগঞ্জ	২য়
০৩	জনাব দেবযানী রায়	শ্রেণি ৫ম	মন্দলীভোগ সপ্রাবি, ছাতক বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ	৩য়

বিষয়: চিত্রাঙ্কন (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব কৌশিক দে বাপ্পী	শ্রেণি ৫ম	গোরকঘাটা সপ্রাবি, মহেশখালী, কক্সবাজার	১ম
০২	জনাব পৌমিত দত্ত অর্ঘ	শ্রেণি ৫ম	খালিয়া কেশবপুর সপ্রাবি, বাঘারপাড়া, যশোর	২য়
০৩	জনাব কৃষাণ গোপ কাব্য	শ্রেণি ৫ম	আবাসিক এলাকা সপ্রাবি, স্টাফ কোয়ার্টার, সদর, হবিগঞ্জ	৩য়

বিষয়: চিত্রাঙ্কন (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব তাসনিয়া সিদ্দিকী	শ্রেণি ৫ম	বড়বাড়ি সপ্রাবি, সিংড়া. নাটোর	১ম
০২	জনাব মুবাশ্বিরা ইয়াসমিন স্নিগ্ধা	শ্রেণি ৫ম	গোলকীবাড়ী সপ্রাবি, সদর, ময়মনসিংহ	২য়
০৩	জনাব মাহিমা জামান কথা	শ্রেণি ৪র্থ	নড়াইল শহর সপ্রাবি, আলাদাতপুর, সদর, নড়াইল	৩য়

বিষয়: নৃত্য (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব রাজ শেখর দাশ	শ্রেণি ৩য়	বাশপাড়া সপ্রাবি, ছাগলনাইয়া, ফেনী	১ম
০২	জনাব মোঃ সামিন ইয়াছার রাকিন	শ্রেণি ৪র্থ	কাশিয়াবাড়ী সপ্রাবি, রৌমারী, কুড়িগ্রাম	২য়
০৩	জনাব রুদ্র নীল সাহা	শ্রেণি ৪র্থ রোল নং-৫	বোয়ালমারী সপ্রাবি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর	৩য়

বিষয়: নৃত্য (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব দেবাশ্রিতা দে	শ্রেণি ৫ম	৭৯ নং নওয়াগাঁও সপ্রাবি, চৈত্রঘাট, রাজনগর মৌলভী বাজার	১ম
০২	জনাব অর্পিতা সরকার	শ্রেণি ৩য়	কল্যাণ সংসদ সপ্রাবি, সদর, রংপুর	২য়
০৩	জনাব অন্বেসা রওশন	শ্রেণি ৪র্থ	আইডিয়াল সপ্রাবি, মতিঝিল, ঢাকা	৩য়

বিষয় : গল্প বলা (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব আহনাফ আরিয়ান	শ্রেণি ৪র্থ	বেলকা মনিকা সপ্রাবি, সুন্দরগঞ্জ, গইবান্ধা	১ম
০২	জনাব তানজিদ রহমান	শ্রেণি ৫ম	চাটখিল আদর্শ সপ্রাবি, চাটখিল, নোয়াখালী	২য়
০৩	জনাব আবরার আহমেদ আরাফ	শ্রেণি ৩য়	সিলভার জুবিলী মডেল সপ্রাবি, সদর,সাতক্ষিরা	৩য়

বিষয় : গল্প বলা (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মুমতাহিনা জাহিন	শ্রেণি ৫ম রোল-১১	ইন্দ্রকপুর ১ নং মডেল সপ্রাবি, সদর, মুন্সীগঞ্জ	১ম
০২	জনাব দেবশ্রী দেব	শ্রেণি ৫ম	জানাইয়া সপ্রাবি, বিশ্বনাথ, সিলেট	২য়
০৩	জনাব বর্ণিকা গোলদার	শ্রেণি ৪র্থ	চিরুলিয়া সপ্রাবি, সদর, বাগেরহাট	৩য়

বিষয়: গান (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব সৈকত ভৌমিক সাম্য	৪র্থ শ্রেণি রোল-১১	জগন্নাথদী সপ্রাবি, মধুখালী, ফরিদপুর	১ম
০২	জনাব নিলয় বিশ্বাস	৫ম	হাওলা সপ্রাবি, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	জনাব চিন্ময় সাহা	৪র্থ	আব্দুল হাকিম সপ্রাবি, বরিশাল, সদর, বরিশাল	৩য়

বিষয়: গান (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	শ্রীময়ী সরকার ঐশী	৫ম শ্রেণি	বাগরাকসা চন্দ্রকান্ত সপ্রাবি, সদর, শেরপুর	১ম
০২	জনাব সকাল দেবনাথ	শ্রেণি ৫ম রোল ০৩	আনন্দী সপ্রাবি, সদর, নরসিংদী	২য়
০৩	জনাব সুভদ্রা চক্রবর্তী	৩য় শ্রেণি	হাসান আলী মডেল সপ্রাবি, সদর, চাঁদপুর	৩য়

বিষয়: উপস্থিত বক্তৃতা (বালক)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	নাওফি রাহিম	৫ম	হাবিপ্রবি সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, সদর, দিনাজপুর	১ম
০২	বানিক ভট্টাচার্য্য,	৫ম	রাবেয়া আদর্শ সপ্রাবি, কুলাউড়া,কুলাউড়া মৌলভীবাজার	২য়
০৩	আব্দুল্লাহ আল জামি,	৫ম	দুপচাঁচিয়া মডেল সপ্রবি, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া	৩য়

বিষয়: উপস্থিত বক্তৃতা (বালিকা)

ক্রঃনং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	ফাহমিদা রাইসা	৩য়	চাপাইডাঙী সপ্রাবি,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	১ম
০২	তাসনিয়া শাহীন সাবা	৫ম	তিলাবদুল সপ্রাবি,ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	২য়
০৩	মৃত্তিকা সাহা আর্থি	শ্রেণি- ৫ম রোল- ০১	রামদিয়া বালিকা সপ্রাবি, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী	৩য়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ও কাবিং প্রতিযোগিতা- ২০২৩ এর চূড়ান্ত ফলাফল

বিষয়: একক অভিনয় (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব আবরার মাহিম	শ্রেণি-৩য় রোল-৫৪	১নং টেংরাখোলা মডেল সপ্রাবি, মুকসুদপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	১ম
০২	জনাব জামিল আহমেদ সিফাত	৪র্থ	পীরকাশিমপুর দঃ সপ্রাবি, মুরাদনগর, কুমিল্লা	২য়
০৩	জনাব তাহমিন ফোয়াদ	৫ম	বেতমারী সপ্রাবি,মেলান্দহ, জামালপুর	৩য়

বিষয়: একক অভিনয় (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব নিশাত তাসনিম	৩য়	পরীক্ষণ বিদ্যালয়, সদর, পিরোজপুর	১ম
০২	জনাব উম্মে আরিফাতুন নেসা	৫ম	প্রসাদপুর হাজি আইয়ুব সপ্রাবি, গোমস্তাপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২য়
০৩	জনাব আনিকা তাবাসসুম	৫ম	কাঠালিয়া সপ্রবি, সুন্দরপুর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	৩য়

বিষয় : কুইজ- বাংলা (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মোঃ নাফিজ ইকবাল খান	৫ম শ্রেণি	বড়জালিয়া বোর্ড সপ্রাবি, হিজলা, বরিশাল	১ম
০২	জনাব তাহমিদ ইসলাম	৫ম শ্রেণি	মৌজেবালী সপ্রাবি, কাইলাটি, সদর, নেত্রকোনা	২য়
০৩	জনাব মোঃ আফিফ আহসান	৫ম শ্রেণি	কুমিড়া সপ্রাবি, নন্দীগ্রাম, বগুড়া	৩য়

বিষয় : কুইজ- বাংলা (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব রাইসা ইসলাম	৫ম শ্রেণি	৬৮ নং যোগিয়া সপ্রাবি, মল্লিকাপুর, লোহাগড়া, নড়াইল	১ম
০২	জনাব হোসনে জান্নাত নিয়তি	৪র্থ শ্রেণি	শোলাকিয়া সপ্রাবি, সদর, কিশোরগঞ্জ	২য়
০৩	জনাব সৌমিতা গোস্বামী নোহা	৫ম শ্রেণি	শহর বালিকা সপ্রাবি, সদর, সুনামগঞ্জ	৩য়

বিষয় : কুইজ- ইংরেজি (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মাহিন ইসলাম	৫ম শ্রেণি রোল নং-১	পোড়রা মডেল সপ্রাবি, সদর, মানিকগঞ্জ	১ম
০২	জনাব আবদুল্লাহ আল মুকতাদির	৫ম শ্রেণি	সানকিপাড়া সপ্রাবি, সদর, ময়মনসিংহ	২য়
০৩	জনাব রাকিন জামান	৫ম শ্রেণি	গাজিরপাড় হাই সংলগ্ন সপ্রাবি, উজিরপুর, বরিশাল	৩য়

বিষয় : কুইজ- ইংরেজি (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব নুজহাত তাবাসসুম নাবিহা	৫ম শ্রেণি রোল: ১	৩৯ নং শিবপুর মডেল সপ্রাবি, শিবপুর, নরসিংদী	১ম
০২	জনাব রাইসা ইসলাম	৫ম শ্রেণি	৬৮ নং যোগিয়া সপ্রাবি, মল্লিকাপুর লোহাগড়া নড়াইল	২য়
০৩	জনাব মুনতাকা মাশিয়াত	৫ম শ্রেণি	নেত্রকোনা মডেল সপ্রাবি, সদর, নেত্রকোনা	৩য়

বিষয় : কুইজ- গণিত (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মুত্তাকী রায়হান রাফি	৫ম শ্রেণি	বালিয়াডাঙ্গা ৯ নং ওয়ার্ড সপ্রাবি, কেশবপুর, যশোর	১ম
০২	জনাব মাহিন ইসলাম	৫ম শ্রেণি রোল: ১	পোড়রা মডেল সপ্রাবি, সদর, মানিকগঞ্জ	২য়
০৩	জনাব মোঃ মাহিবুর রহমান মাহিন	৫ম শ্রেণি	কীত্তিপুর ২ নং সপ্রাবি, সদর, নওগাঁ	৩য়

বিষয় : কুইজ- গণিত (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব নুজহাত তাবাসসুম নাবিহা	৫ম শ্রেণি রোল: ১	৩৯ নং শিবপুর মডেল সপ্রাবি, শিবপুর, নরসিংদী	১ম
০২	জনাব মুনতিশা জান্নাত মুম	৫ম শ্রেণি রোল: ১	পশ্চিম মায়ানী হাজীপাড়া নূরিয়া সপ্রাবি, পশ্চিম মায়ানী, মীরসরাই, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	জনাব আহমিদা আফরোজ	৫ম শ্রেণি রোল: ৩	পাঁচুয়া রাবেয়া সপ্রাবি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	৩য়

বিষয় : সাধারণ জ্ঞান (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব আবদুল্লাহ ইমতিয়াজ	৪র্থ শ্রেণি	সুমিদখালী মডেল সপ্রাবি, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী	১ম
০২	জনাব মোঃ তাসিন কবির	৪র্থ শ্রেণি	সুবর্ণদহ সপ্রাবি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা	২য়
০৩	জনাব সামিন আল মুনসিফ	৪র্থ শ্রেণি	জাঙ্গিরারপার সপ্রাবি, নকলা, শেরপুর	৩য়

বিষয় : সাধারণ জ্ঞান (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মাশরুরা বিনতে আলম	৫ম শ্রেণি	শেরপুর মডেল সপ্রাবি, সদর, শেরপুর	১ম
০২	জনাব নাজমিনা হুদা সিথি	৫ম শ্রেণি	ভাঙ্গুড়া মডেল সপ্রাবি, ভাঙ্গাগুড়া, পাবনা	২য়
০৩	জনাব জান্নাতুল আরশি	৫ম শ্রেণি	বানিয়াগাতি ইসফাক স্মৃতি সপ্রাবি, যাত্রাপুর বাগেরহাট	৩য়

বিষয় : কাবিং (বালক)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব অরিত্র ভট্টাচার্য্য	৫ম শ্রেণি	জগতপুর সপ্রাব, মানিকা বাজার, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১ম
০২	শেখ তানভীর আজিজ	৫ম	সিলভার জুবিলী মডেল সপ্রাবি, সদর, সাতক্ষীরা	২য়
০৩	প্রতীক হালদার	শ্রেণি- ৫ম	আগৈলঝড়া মডেল সপ্রাবি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	৩য়

বিষয় : কাবিং (বালিকা)

ক্র:নং	নাম	শ্রেণি ও রোল	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	অর্জিত স্থান
০১	জনাব মুসাফ্ফা কবীর	শ্রেণি ৫ম	ছোট রাউতা সপ্রাবি, ডোমার, নীলফামারী	১ম
০২	জনাব তাসনিয়্যাহ তন্নি	শ্রেণি ৫ম	ফতেপুর সপ্রাবি, ফতেপুর, সাতক্ষীরা	২য়
০৩	জনাব নূরে জান্নাত	শ্রেণি- ৫ম	রাজগোবিন্দ সপ্রাবি, সদর, সুনামগঞ্জ	৩য়

পরিমার্জিত ডিপিএড পাইলটিং কার্যক্রম (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি)

মোসফেকা বিনতে সুলতান, সুপারিনটেনডেন্ট
জয়দেবপুর পিটিআই, গাজীপুর

১ জুলাই, ২০২৩ তরুণ প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে অনলাইন উদ্বোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ১৫টি পিটিআইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়। জয়দেবপুর পিটিআইতে ৪ জুলাই, ২০২৩ জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় আকস্মিক ভিজিট করেন । এ সময় তিনি শ্রেণিকার্যক্রম, প্রশিক্ষণ পরিবেশ, আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে মনিটরিং করেন এবং এ বিষয়ে সুপারিনটেডেন্ট, ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও ১৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখ জনাব জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব), পরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ এই বিটিপিটি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার দিকে লক্ষ রেখে প্রতিদিন সকাল ৬-৭ টা পর্যন্ত শরীরচর্চা ও সমাবেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শতভাগ আবাসিক এই ট্রেনিংটিতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। পাইলটিং-এ প্রশিক্ষণে সপ্তাহে ২ দিন সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় দিবসগুলোতে সকল প্রশিক্ষণার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ৪টি মডিউলের ১৯টি উপমডিউলে বিন্যস্ত রয়েছে প্রশিক্ষণ পাঠক্রম। ৪টি মডিউলের বিষয়সমূহ হলো-(১) বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার (২) শিক্ষার্থী উন্নয়ন (৩) শিক্ষাক্রম, শিখন পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন (৪) শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিল্পকলা। প্রতিদিন ১ঘন্টা ৩০ মিনিট করে ৪টা সেশনের মধ্য দিয়ে এই মৌলিক প্রশিক্ষণটি সকলের সহযোগিতায় এগিয়ে চলছে। প্রশিক্ষণটির সামগ্রিক অগ্রগতি, উন্নয়ন ও চলমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য পিটিআই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করা হচ্ছে।

নওগাঁ পিটিআইতে কৃষি উন্নয়ন সম্প্রসারণ

মোঃ নুরুল আলম, ইন্সট্রাক্টর(কৃষি)
নওগাঁ পিটিআই

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা চিরসবুজ আমাদের এই বাংলাদেশ, এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর, যেখানে যা বপন করা হয় তাই এখানে উদিত হয় । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত নওগাঁ জেলার বিস্তৃণ ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য সারি সারি তালগাছ, যা দেখার মতো । এ যেন এক তাল সম্রাজ্য। নওগাঁ জেলা যেমন ধানের জন্য বিখ্যাত তেমনি আমের জন্য বিখ্যাত। নওগাঁ জেলার আমপালি স্বাদে ও গুণে বাংলাদেশ বিখ্যাত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চালের কল রয়েছে এ জেলায়। নওগাঁ পিটিআই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ জেলার প্রাণকে মুক্তির মোড়ে অবস্থিত । এ পিটিআই ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত। কালের ধারাবাহিকতায় উত্তরবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এক যোগে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট জনাব খন্দকার ইকবাল হোসেন স্যার দায়িত্ব গ্রহণের পর অনেকগুলো উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো কৃষি উন্নয়ন সম্প্রসারণ। সহকারি সুপারিটেনডেন্ট মেরী আফসানা খানম ও জাহিদ হাসান তাহের স্যারের একান্ত সহযোগিতায় পিটিআই চত্বরে গড়ে ওঠেছে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড । ঋতুভেদে নানান রং-এর ফুলের পাশাপাশি নানান জাতের ফল ও শাক-সবজির বাগান করা হয়। সময়ের পালাক্রমে দেশী-বিদেশী নানান ফুলের পসরা বসে আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠের চারপাশে। শীতের দিনগুলোতে ফুল দেখতে অসাধারণ। ফুলের গন্ধ চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ দিনের ফুলের সংখ্যাও প্রচুর। যদিও এসব ফুলের প্রায় সবই বিদেশি। শুধু সংখ্যায় যে এরাপ্রচুর তা নয়, রূপ-বৈচিত্র্যে আর কোনো মৌসুমেই এরা এতটা মুগ্ধ করতে পারে না।

বড় বড় ইনকা গাঁদা, ছোট ছোট চায়না গাঁদা, দেশি গাঁদা, রক্ত গাঁদা, হলদে লাল মিশানো জাম্বো গাঁদা, রাজ গাঁদা, গোলাপ ইত্যাদি । এরপর রয়েছে কদম, কলাবতী, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, অ্যাস্টার, ডেইজি, কসমস, সিলভিয়া, এন্টিরিনাম, ন্যাস্টারশিয়াম, সূর্যমুখী, ক্যালেন্ডুলা, মর্নিং গোরি, সুইট পি, অ্যাজালিয়া, জারবেরা, গ্যাডিওলাস প্রভৃতি। বিভিন্ন ফলজ গাছ সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা হয়েছে। ফলজ গাছের মধ্যে রয়েছে আম, পেঁপে, কাঁঠাল, ডালিম, জামরুল, জামবুরা, তাল, সুপারি, নারিকেল, কামরাঙ্গা, আমড়া, বরই, লেবু, জলপাই, সফেদা, শরিফা, আতা, কমলা, লিচু, বেল, কদবেল । এছাড়া রয়েছে নানা জাতের ঔষুধি বৃক্ষ যেমন তুলসী, নিম, হরিতকী, সজেনা, আপাং, আকন্দ, আমলকীসহ আরো অনেক। ফুলের পাশাপাশি ভবনের আশপাশে ফাঁকা জায়গায় কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নানান শাক সবজির বাগান আর সেথায় ফলে নানা সবজি যেমন লালশাক, ডাটা, বেগুন, মরিচ, ঢেঁডস, মিষ্টিকুমরা, কাকরুল, করলা, টমেটো, চিচিংগা, চালকুমরা লাউ। এ বছর কৃষি ফান্ডের উদ্যোগে করা হয় পেঁপে বাগান। যা ইতোমধ্যে ফুল ফলে ভরে ওঠেছে। বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট মহোদয় কৃষি সম্প্রসারণে খুবই আন্তরিক ও আগ্রহী। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আগ্রহের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা কৃষি সম্প্রারণে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশ যেমন সুজলা সুফলা হবে তেমনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ভিশন-২০৪১-এর স্মার্ট বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

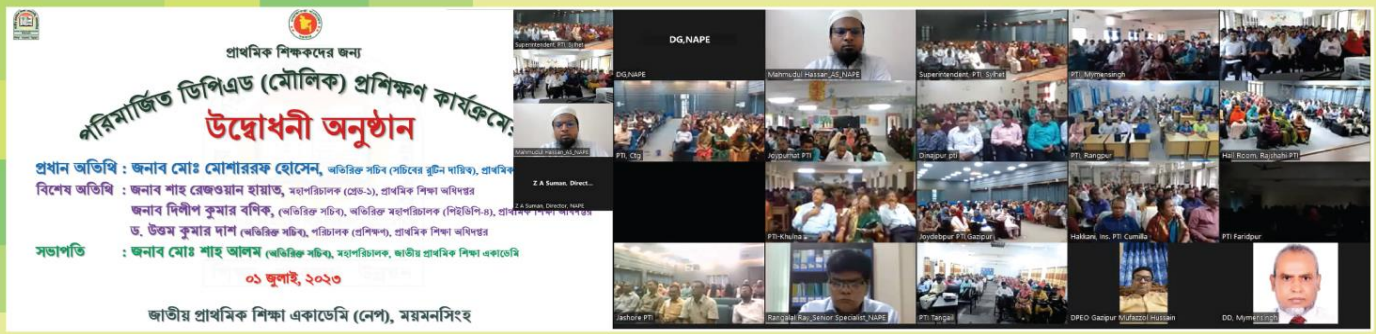

পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) প্রশিক্ষণ পাইলটিং কার্যক্রম অনলাইনে একযোগে ১৫টি পিটিআইতে উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, (সচিবের রুটিন দায়িত্ব), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জনাব দিলীপ কুমার বণিক, (অতিরিক্ত সচিব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি ৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ড. উত্তম কুমার দাশ (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহ-াপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। এছাড়া অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন নেপ-এর কর্মকর্তাগণ, ডিপিই-এর কর্মকর্তাগণ, এবং ১৫টি পিটিআই-এর কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ।

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি সময়ের দাবি-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদের নেতৃত্বে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। তাঁরা শহীদ মিনার বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন। গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে সচিব বলেন, শিশুদের সঠিক উচ্চারণ ও শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা ও বলা শিখিয়ে তাদের চেতনায় প্রেরণায় বাংলা ভাষার মর্ম উপলব্ধি করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের তাদের ভাষায় শিখন-শেখানোর প্রয়াসও অব্যাহত আছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত সম্ভব। বিকেলে ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে, এখন ৩৫ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি। তিনি আরও বলেন, বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা-এর সৌন্দর্য ও সৌকর্য অবারিত। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের জন্য রক্ত ঝরেছে। এবং এ রক্তদান একটি জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু বকর সিদ্দিক, মোশাররফ হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সৈয়দ মামুনুল আলম, দিলীপ কুমার বণিক প্রমুখ।

প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির আয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠপর্যায়ের ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি) দুই (০২) মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ (২৬ ও ২৭তম ব্যাচ) কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ। ২৬ ও ২৭তম ব্যাচে ৪০জন করে মোট ৮০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুই (০২) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ১০ মডিউলে ১১০ অধিবেশন সম্পন্ন করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীরা সকাল বেলায় শরীরচর্চা ও সমাবেশ, বিকেল বেলায় খেলাধুলা, লাইব্রেরিতে বই পড়া, প্যানেল আলোচনা, উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা ও ইংরেজি), পুস্তক পর্যালোচনা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ফিল্ড ভিজিট, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং স্মরণিকা প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন কার্যক্রমে ৫০০ নম্বরে সকল কর্মকর্তাগণকে (গাঠনিক এবং সামষ্টিক) মূল্যায়ন করা হয়। ২৬তম ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন জনাব প্রিন্সেস হাফেজা জামাল হেলালী, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। ২৭তম ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন জনাব মোঃ রাজ্জাক হোসাইন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, পটুয়াখালী। দুটি ব্যাচের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যথাক্রমে ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন (উপসচিব) ও জনাব মোঃ আলী রেজা, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ।

প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির আয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠপর্যায়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই ও ইউআরসি) দুই (০২) মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (২৮তম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ। ২৮তম ব্যাচে মোট ৪০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুই (০২) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ১০ মডিউলে ১৩০ অধিবেশন সম্পন্ন করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীরা সকাল বেলায় শরীরচর্চা ও সমাবেশ, বিকেল বেলায় খেলাধুলা, লাইব্রেরিতে বই পড়া, প্যানেল আলোচনা, উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা ও ইংরেজি), পুস্তক পর্যালোচনা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ফিল্ড ভিজিট, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং স্মরণিকা প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ ২৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কোর্স-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন কার্যক্রমে ১০০০ নম্বরে সকল কর্মকর্তাগণকে (গাঠনিক এবং সামষ্টিক) মূল্যায়ন করা হয়। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২৮ তম ব্যাচ) প্রথম স্থান এবং ডিজি এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন জনাব হালিমা আক্তার, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, নারায়ণগঞ্জ।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি শিশুদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্কুল-ফিডিং প্রকল্প বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ সাংবাদিকদের জানান, গত ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (এফএও)'র সাথে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির 'ফিজি-বিলিটি স্টাডি'-এর প্রতিবেদন ৫০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে উন্মোচন করা হয়। তিনি বলেন, দারিদ্রাপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১০ সালে চালু হয়ে জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি দেশের ১০৪টি উপজেলায় চালু ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, ঝরে পড়া রোধ, যথাসময়ে শিক্ষাচক্র সমাপ্তকরণে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তাই দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি বলেন, "এর মাধ্যমে শিখন ঘাটতি রোধ করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হবে। চলতি বছরের জুলাই থেকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হবে। এ-জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (এফএও)'র সাথে প্রণীত 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' অতি-দ্রুত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে (একনেক) পাঠানো হবে। এটি হবে শিশুদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার।"

'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠান

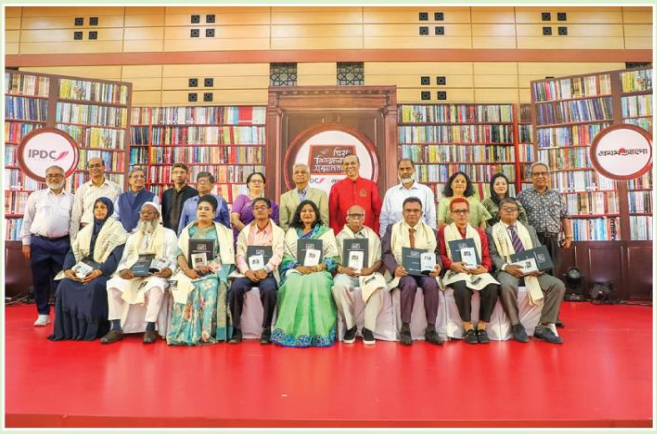

'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২২' পেলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯জন শিক্ষক। আইপিডিসি ফাইন্যান্স ও প্রথম আলো ২০১৯ সাল থেকে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা দিয়ে আসছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের দেওয়া হয় এ সম্মাননা। ২০২২ সালের প্রিয় শিক্ষক সম্মাননার বাছাই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল গত বছরের ৫ অক্টোবর। নির্ধারিত ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন ও অফলাইনে পাওয়া ১ হাজার ৭৭৯টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক ২০১জন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ছিলেন ১ হাজার ৫৭৮জন। তাঁদের মধ্যে থেকে জুরি বোর্ড সবচেয়ে প্রিয় ৯ জন শিক্ষককে সম্মাননার জন্য বাছাই করেন। এবার সম্মাননা পাওয়া শিক্ষকেরা হলেন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ভিক্টোরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক দ্বীপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার মোস্তফা বেগম, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক জন্নাত আরা বেগম, কক্সবাজারের ঈদগাহ আদর্শ শিক্ষা নিকেতনের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নূরুল ইসলাম, বগুড়ার ধুনটের বেলকুচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোছা. ফৌজিয়া হক, গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর তালুক জামিরা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ জহুরুল হক চৌধুরী, লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মোঃ তউহিদুল ইসলাম সরকার, রাজশাহীর পুঠিয়ার ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন, মৌলভীবাজারের বড়লেখার দাসের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক রঞ্জন দাস ও দিনাজপুরের ঈদগাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফজলুর রহমান। এসব গুণী শিক্ষকের হাতে সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হলো ক্রেস্ট, উত্তরীয়, সনদ। এছাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হয় দুই লাখ টাকার চেক। অনুষ্ঠানের প্রধান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, 'শিক্ষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন উদ্বিগ্ন মান নিয়ে। তিনি বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।' অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, আইপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মমিনুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আতিকুল ইসলাম, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম এম শহীদুল হাসান, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এইচ এম জহিরুল হক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মোঃ আবুল কাশেম মিয়া প্রমুখ। সম্মাননা পাওয়া শিক্ষকদের একজন চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার মোস্তফা বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জন্নাত আরা বেগম বললেন, 'শিক্ষকদের সম্মান আছে এই কথা এতদিন মনে মনে ভাবতাম। এমন অনুষ্ঠানে এসে মনে হলো, সত্যিই শিক্ষকদের সম্মান আছে।' সমাপনী বক্তৃতায় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, 'যেসব শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হলো, তাঁরা প্রত্যেকে শুধু সেরা শিক্ষকই নন, সেরা মানুষও।'

আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩

২৪ মে, ২০২৩ তারিখে 'আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ। ২০০৬ সালে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ্ প্রথমবারের মতো আয়োজন করেন 'আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'। এতে রাজশাহী বিভাগের ১৭টি পিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-তে 'আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'টি একটি কম্পোনেন্ট হিসেবে গৃহীত হয়। সে ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর 'আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' আয়োজন করে থাকে। আলোচনা শেষে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিজয়ীরা হলেন- ১. নৃত্য (সাধারণ)-ধীনা ত্রিপুরা, পিটিআই, খাগড়াছড়ি (১ম), গোপা মল্লিক, পিটিআই খুলনা (২য়), সারা শারমিন সিদ্দিকা, পিটিআই ঢাকা (৩য়) **২. একক অভিনয়-** মর্জিনা আক্তার, পিটিআই চট্টগ্রাম (১ম), শাফিউল আলম, পিটিআই, রংপুর (২য়), নায়লা সারাফ, পিটিআই নেত্রকোণা (৩য়) **৩. চিত্রাংকন-** ডলি রাণী দে, পিটিআই, সিলেট (১ম), মিফতাহুল জান্নাত চৌধুরী, পিটিআই, রংপুর (২য়), মোঃ হাবিবুর রহমান, পিটিআই টাঙ্গাইল (৩য়) **৪. আবৃত্তি-** নবনীতা দে, পিটিআই সিলেট (১ম), মনিরা আজম ইতি, পিটিআই কিশোরগঞ্জ (২য়), মোহাম্মদ হাসান, পিটিআই কুমিল্লা (৩য়) **৫. উপস্থিত বক্তৃতা-** জবা চক্রবর্ত্তী, পিটিআই খাগড়াছড়ি (১ম), অসীম চন্দ্র বিশ্বাস, পিটিআই পটুয়াখালী (২য়), সাগরিকা আক্তার, রায়পুরা, পিটিআই, নরসিংদী (৩য়) **৬. পল্লীগীতি/লোকগীতি/আঞ্চলিক গান-** স্বপন দেবনাথ, পিটিআই, মৌলভীবাজার (১ম), জিতেন্দ্রনাথ রায়, পিটিআই কুড়িগ্রাম (২য়), সিরাজুল ইসলাম, পিটিআই, টাঙ্গাইল (৩য়) **৭. আধুনিক গান-**শিলা রাণী দেবী, পিটিআই ঢাকা (১ম), রিনি দাস, পিটিআই,পটিয়া (২য়), আব্দুল্লাহ আল নাঈম, পিটিআই পটুয়াখালী (৩য়) **৮. নজরুল গীতি-** শুভ্রদেব কর্মকার, পিটিআই বরগুনা (১ম), রোজি রেমা, পিটিআই ময়মনসিংহ (২য়), মুর্শিদা বেগম, পিটিআই পঞ্চগড় (৩য়) **৯. দেশাত্মবোধক গান-** মনিকা দত্ত পূজা, পিটিআই নারায়নগঞ্জ (১ম), প্রজ্ঞা লাবনী চৌধুরী, পিটিআই,পটিয়া (২য়), মোছাঃ নুসরাত জাহান, পিটিআই, রংপুর (৩য়) **১০. রবীন্দ্রসংগীত-** নবনীতা দে, পিটিআই সিলেট (১ম), মনিকা রানী কর্মকার, পিটিআই বরগুনা (২য়), দীপ্ত মুৎসুদ্দী, পিটিআই, চট্টগ্রাম (৩য়)।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা : 'গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' বাংলাদেশের যোগদান

মাহবুবুর রহমান তুহিন, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'গোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' যোগ দিয়েছে। গত ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ইতালির রোমে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিক ফুড সিস্টেম সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশ কোয়ালিশনের কমিটমেন্ট ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ.কে আবদুল মোমেন এ-সময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউ এফ-পি) কোয়ালিশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

কোয়ালিশনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ব্যাপক পরিসরে 'স্কুল মিল' চালু করার যে কর্মপরিকল্পনা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে তা আরও ত্বরান্বিত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনের কার্যকর ফসল এটি। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে আসছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্যপীড়িত এলাকায় ১০৪টি উপজেলার ৩০ লাখেরও বেশি শিশুকে পুষ্টিকর বিস্কুট সরবরাহ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার ৭.৫ হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকার আগামী ৩ বছরে ১৫০ উপজলার ২০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ লাখেরও বেশি শিশুর মাঝে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। নতুন এ কর্মসূচিতে পুষ্টিকর বিস্কুটের পাশাপাশি মৌসুমী ফল, ডিম, দুধ, প্রভৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতা পেলে আরও বিস্তৃত পরিসরে এ কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ৮৫তম দেশ হিসেবে 'গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' যোগদান করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই সময় তিনি বলেন, 'পুরস্কার প্রাপ্তিকে তাঁর অন্তহীন কাজের স্বীকৃতি এবং এটি তাঁকে আরও নিবেদিত প্রয়াসে নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত করবে।' এছাড়া ২০২২-২৩ শুদ্ধাচার পেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনাব মোঃ ফারুক আলম, সহকারী সচিব, জনাব মোঃ আইউবুর রহমান, ভারুরক্ষক, এবং জনাব মোঃ খোকন আহমেদ, অফিস সহায়ক। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর ২০২২-২০২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব আব্দুল গফুর খান, শরীরচর্চা শিক্ষক, জনাব মোঃ টিটু হাসান, অফিস সহায়ক, জনাব মোছাঃ আয়েশা খাতুন, অফিস সহায়ক।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ২০২২-২০২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার (বিভাগীয় পর্যায়ে) পেয়েছেন জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, বিভাগীয় উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), রংপুর, জনাব মহা. ফজলে রহমান, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, খুলনা, জনাব এনামুল হক, কম্পিউটার অপারেটর, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট, জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, অফিস সহায়ক (সংযুক্ত), বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ২০২২-২০২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার (জেলা পর্যায়ে) পেয়েছেন জনাব মোঃ শফিউল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কালাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বরিশাল, জনাব মোঃ মনসুর আলী, উচ্চমান সহকারী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, শেরপুর এবং জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, অফিস সহায়ক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ২০২২-২০২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার (উপজেলা পর্যায়ে) পেয়েছেন জনাব মোহাম্মদ নুরুচ্ছোফা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা মিঞা, উচ্চমান সহকারী কাম - হিসাবরক্ষক, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল, জনাব মেজবাহ উদ্দিন, অফিস সহায়ক, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। বিজয়ীগণ কে পুরস্কার হিসেবে ০১টি ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

নগদ-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপবৃত্তি বিতরণ

১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত মধ্যমেয়াদে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শর্তে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নগদ-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে ডাক অধিদপ্তর ও নগদ লিমিটেড-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক (গ্রেড-১) জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, ডাক বিভাগের পরিচালক সালেহ আহমেদ, নগদ-এর সিইও মো. শাফায়েত আলম নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার বলেন, "জাতির আগামী দিনের কান্ডারি আজকের কোমলমতি শিশুদের উপবৃত্তি প্রেরণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তি নগদের জন্য সম্মান ও গৌরবের। শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে শিশুর কাছে আনন্দময় ও কার্যকর করে তুলতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সব সময় প্রস্তুত।"

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি, বলেন, "উপবৃত্তি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিশীলতা আনতে মন্ত্রণালয়ের প্রয়াসের অংশ এটি।" তিনি বলেন, "উপবৃত্তির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ হবে, শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, মায়েদের কাছে এ অর্থ পৌঁছানোর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নেও এটি ভূমিকা রাখবে।" এসময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর বিস্তরণের জন্য শিক্ষকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর বিস্তরণের জন্য শিক্ষকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য, প্রফেসর ড. একেএম রিয়াজুল হাসান। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত এবং Mr. Charles Whitely, Head of Delegation, European Union. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পাঠ্য বইয়ের ভুলত্রুটি অতিদ্রুত সংশোধন করা হবে। তিনি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দকেও প্রথমবারের মতো এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় আনার ঘোষণা দেন।

সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির জটিলতা কেটে গেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মীপুর জেলার সদর, কমলনগর ও রায়পুর উপজেলার ২০৫জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে (গ্রেড-১১, বেতনক্রম-১২৫০০-৩০২৩০ টাকা) পদোন্নতির অফিস আদেশ জারি করে (নম্বর: ৩৮. ০০.০০০০.০০৮.১২.০৮১.২৩.৩৩২ তারিখ : ০৩ আগস্ট ২০২৩)। এর মাধ্যমে সহকারী শিক্ষকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। পদোন্নতি প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণকে আগামী ০৮.০৮. ২০২৩ তারিখ পূর্বাহ্নে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লক্ষ্মীপুর এর নিকট যোগদান করেন। উল্লিখিত তারিখে কেউ যোগদানে ব্যর্থ হলে তিনি পদোন্নতি যোগ্যর নন বলে গণ্য হবেন এবং তার পদোন্নতির আদেশ বাতিল হবে। যোগদান পরবর্তী ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে যোগদানকৃত শিক্ষকদের পদায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে চলতি দায়িত্ব/ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োজিত পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে কর্মরত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদেই পদায়ন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি'র নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াতের উদ্যোগে পদোন্নতি-সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন হয়। মামলা ছাড়াও সারা দেশের সহকারী শিক্ষকদের গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়ে বড় ধরনের জটিলতা ছিল। কারণ, বিষয়টি ছিল জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এ সমস্যা উত্তরণে 'সমন্বিত গ্রেডেশন ব্যবস্থাপনা' নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। এরপরই ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রেডেশন লিস্ট চূড়ান্ত হয়।

সচিত্র সংবাদ

৭ জুন ২০২৩ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২২তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে Dissemination Workshop on the Feasibility study for the national School Feeding Programme-এ প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি ও সচিব, ফরিদ আহাম্মদ

০৮ মার্চ ২০২৩ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

২৯ মে থেকে ০২ জুন ২০২৩ তারিখে ০৫দিনব্যাপী 'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন' প্রকল্পের আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ToT প্রশিক্ষণ

২২ জুন থেকে ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে ০৫দিনব্যাপী 'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন' প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল প্যাটফর্ম ফর টিচার ডেভেলপমেন্ট পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'তৃতীয় শ্রেণির বাংলা, গণিত এবং চতুর্থ শ্রেণির বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষাপদ উন্নয়ন' বিষয়ক কর্মশালা মানিকগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়

গত ০৪ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পদক ২০২৩ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রধান শিক্ষকগণের জন্য লিডারশিপ প্রশিক্ষণের পরিমার্জিত খসড়া ম্যানুয়াল ভ্যালিডেশন ও চূড়ান্তকরণ কর্মশালা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১০-১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলা বিষয়ভিত্তিক কোর ট্রেইনার প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণ পিটিআই গাজীপুর-এর প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় এবং অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ৭ জুন ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ৫ জুন ২০২৩ তারিখে National Student Assessment (NSA) Draft Report Review Workshop-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহ-এ পিটিআই Integrated Primary Education Management Information System (PEMIS) এর উপর কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২৫ মে ২০২৩ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে ১৪ দিনব্যাপী নবনিযুক্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়

ফরিদপুর পিটিআই গত ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণের এর প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় এবং অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

গত ৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণের ময়মনসিংহ পিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় এবং অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

গত ০৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণের রংপুর পিটিআই এর প্রশক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় এবং অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

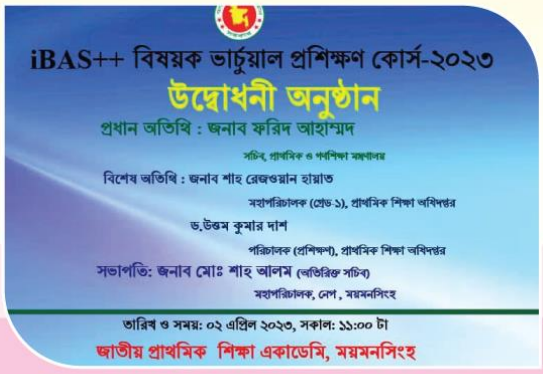

গত ৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ থেকে ৫দিনব্যাপী আইবাস বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রথমিক শিক্ষা একাডেমি। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইন্সট্রাক্টর (উপজেলা রিসোর্স সেন্টার)

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে Special Education Needs and Disabilities (SEND) এর আওতায় একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন শীর্ষক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি এবং ডা. সাকি খন্দকার, সিওও, সূচনা ফাউন্ডেশন

গত ৯ মার্চ ২০২৩ থেকে ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী ঢাকা পিটিআইতে Special Education Needs and Disabilities (SEND) এর আওতায় একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন শীর্ষক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণের ময়মনসিংহ পিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় এবং অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী ঢাকা পিটিআইতে Special Education Needs and Disabilities (SEND) এর আওতায় একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন শীর্ষক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর বিস্তরণ বিষয়ক অনলাইন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপু মনি (এম.পি) এবং বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন (এম.পি)

গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করে বালুচরা সমাজ কল্যাণ সপ্রাবি বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

জংলী শহীদ স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোরে ১০ মে ২০২৩ তারিখে রুম টু রিড কর্তৃক আয়োজিত পড়া-খেলা উৎসব ২০২৩ এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১১ জুলাই ২০২৩ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে অনুষ্ঠিত প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক সভা পরিচালনায় স্ট্রিমলাইন গাইডলাইন এবং দুর্যোগ সহনশীল শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং Mr. R. Drake Warrick, চিফ অফ পার্টি, USAID

জংলী শহীদ স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার দপ্তরসমূহের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নাসরিন আক্তার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা : ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল : জুলাই-২০২৩
সম্পাদকীয় যোগাযোগ : Phone : 02 996 666 165

Primary Education Newsletter [Year-2, Issue-2, July 2023]
Edited by : Faculty of Language Education, NAPE
Published by : National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date : July 2023
E-mail : language.nape@gmail.com

মুদ্রণ : ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com